

214273 - যবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনে কোন একটি হরফ বৃদ্ধি করল অথবা কমিয়ে ফলেল সে কুফরী করল

প্রশ্ন

প্রশ্ন: পরীক্ষার প্রশ্নে ছাত্রকে যখন কোন একটি আয়াতে কারীমা দিয়ে দলিল পশে করতে বলা হয় তখন যে ছাত্র আয়াতে কারীমাটির কোন একটি হরফ বা শব্দ ভুলে গেছে সে ঐ হরফ বা শব্দটির স্থানে নিজের মনমত একটি শব্দ লিখে আসে। কারণ সে পরীক্ষায় পাস করতে চায়; ফলে করার ভয়ে সে এটা করে। কিন্তু সে স্বীকার করে- সে যা করেছে সেটা বকিত। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য- কার্যতঃ কুরআন বকিত নয়। কিন্তু পরীক্ষায় ফলে করার ভয়ে সে ভুলে-যাওয়া শব্দটির স্থানে অন্য একটি শব্দ লিখেছে। এটা কি কুরআন বকিতের মধ্যে পড়বে; যে কারণে এই ছাত্র ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

প্রতি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

(158204) নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি নামায়ের মধ্যে কোন সূরা পড়তে গিয়ে ভুল করেছে অথবা কোন একটি অংশ ভুলে গেছে সে ব্যক্তি ভুলে-যাওয়া অংশটি মনে করার এবং শুধরে নেয়ার চেষ্টা করবে। যদি তার পক্ষে কোনভাবে সেটা সম্ভবপর না হয় তাহলে সে পরের আয়াত পড়বে অথবা সে সূরা বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরা পড়বে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কুরআনে কোন কিছু বৃদ্ধি করে -নামায়ের মধ্যে হোক অথবা নামায়ের বাইরে হোক- এটা মারাত্মক গুনাহ। আলমেগণ উল্লেখ করেছেন- যে ব্যক্তি কুরআনের মধ্যে কোন একটি হরফ হ্রাস করল অথবা এক হরফের জায়গায় অন্য হরফ স্থাপন করল অথবা কোন একটি হরফ বাড়িয়ে দিল সে কুফরী করল। কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন:

মুসলমি উম্মাহ এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন যে, কুরআন হচ্ছ- আল্লাহর বাণী ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহর নায়লিকৃত ওহী; যা পৃথিবীর সর্ব অঞ্চলে তলোওয়াতকৃত, মুসলমানদের স্বহস্তে লিপিবদ্ধ, মুসহাফের দুই মলাটের মধ্যে সন্নিবেশিত, যার শুরু হয়েছে- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** দিয়ে এবং শেষ হয়েছে- **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** দিয়ে। কুরআনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই সত্য। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এর একটি হরফ কমাবে অথবা একটি হরফের স্থানে অন্য একটি হরফ দিয়ে পরিবর্তন করবে অথবা এমন কিছু বৃদ্ধি করবে যা মুসলমানদের ইজমা (ঐকমত্য)

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

প্রতিষ্ঠিত মুসহাফে ছিল না এবং যটোর ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে- তা কুরআন নয়; যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত এসব করবে সে কাফরে।[আল-শাফি (২/৩০৪-৩০৫), আরও দেখুন: ইবনে আমরুল হাজ্জ এর আল-তাকররি ওয়াল তাহবরি (২/২১৫)]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়াতে বলা হয়েছে (৩৫/২১৪)- কুরআন হচ্ছে- আল্লাহর বাণী, মওজযো (চ্যালেঞ্জ), যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযলিক্ত, যা মুতাওয়াতির সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, যার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করা হারাম; চাই সে ভুলের কারণে অর্থ পরিবর্তিত হোক অথবা না হোক। যহেতে কুরআনের শব্দগুলো তাওকফিয়া (আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলিক্ত) এবং তা আমাদের নিকট মুতাওয়াতির সূত্রে পৌঁছেছে। অতএব, এর কোন একটি শব্দে হরকত পরিবর্তন করার মাধ্যমে অথবা এক হরফে পরিবর্তে অন্য হরফ বসানোর মাধ্যমে এতে পরিবর্তন করা নাজায়ে।[উদ্ধৃতি সমাপ্ত] এই আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি বলা যায়, যদি সেই ছাত্র জানে যে, এটি কুরআন নয় অথবা আয়াতের অংশ নয় তাহলে তা লেখা তার জন্য নাজায়ে। পরীক্ষার্থীর উচিত আয়াতটি মনে করার চেষ্টা করা। যদি সে মনে করতে না পারে তাহলে ঐ স্থানটি ফাঁকা রেখে দেওয়া। সে চাইলে উত্তরপত্রে লিখে দিতে পারে যে, আয়াতটি এ অংশ সে ভুলে গেছে এবং যে ব্যাপারে সে নিশ্চিতি নয় এমন কিছু লেখাকে সে অপছন্দ করছে।

আল্লাহই ভাল জানেন।